দৈনিক বাংলা

236

তারিখ 16/8/78
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

আন্তর্জাতিক শিশু বৎসরের প্রস্তুতি

৪০ কোটি শিশু অপুষ্টি ও নিরক্ষরতার শিকার

(স্টাফ রিপোর্টার)

১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে সফল করে তোলার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ডঃ ইস্তফানিয়া আলদাবালিন গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই শিশুবর্ষ উদযাপনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে বলেন, শিশুদের কল্যাণ সাধন তাদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি ব্যাপারে দেশে দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হবে এই বর্ষ উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য।

ডঃ ইস্তফানিয়া বলেন বিশ্বে প্রায় ৪০ কোটি হতভাগ্য শিশু রয়েছে যারা সব কিছু থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন, আজকে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলা হয়, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি নিয়ে কথা হয়, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদযাপিত হয় কিন্তু এই ৪০ কোটি শিশুকে মানুষের মত বাঁচতে দেবার প্রশ্নে সমন্বিতভাবে সর্বাত্মক কোন উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সমস্যাবলী কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরা অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতার শিকার, শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই শিশুবর্ষে দেশে দেশে জাতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতিসংঘ এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে তিনি জানান, তিনি বলেন কোন দেশে কোন ধরনের কর্মসূচী প্রাধান্য পাবে তা নির্ভর করবে সেখানকার বিরাজিত অবস্থার ওপর। দেশের সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলি এই সব কর্মসূচী প্রণয়ন করবে।

উন্নত দেশগুলির শিশুদের সমস্যাবলী প্রসঙ্গে ডঃ ইস্তফানিয়া বলেন এসব দেশে শিশু অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য ধরনের সমস্যা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিশু মৃত্যু রোধ, রোগ প্রতিরোধক টিকাদান, অপুষ্টি দূর করা, শিক্ষার

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

আন্তর্জাতিক শিশু

(১ম পৃঃ পর)

ব্যবস্থা করা, পেটের পীড়া প্রতিরোধ করা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করে এদেশের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন এসব সমস্যা শুধু মাত্র বাংলাদেশের শিশুদেরই একক নয় এগুলি সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের শিশুদেরই সমস্যা। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও সরকার কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনাকে অত্যন্ত উৎসাহজনক বলে অভিহিত করেন।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেব) সাহায্য সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ ইস্তানালিয়া বলেন, ইউনিসেফের মোট বাজেটের শতকরা ১০ ভাগই নিয়োজিত হচ্ছে বাংলাদেশে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফ প্রতিনিধি মিঃ মাইকেল আরুটইন সাংবাদিকদের জানান, ১৯৭৮-৭৯ অর্থ বছরে ইউনিসেফ বাংলাদেশে ২ কোটি ডলার ব্যয় করবে। ১৯৭৯-৮০ সালে ব্যয় করবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার।

ডঃ ইস্তানালিয়া আলভা লিম গত রোববার ঢাকা আগমন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিভিন্ন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তিনি আজ বুধবার ভারতের পথে ঢাকা ত্যাগ করবেন।